بسم الله الرحمن الرحيم

# হে দেশবাসী! ক্ষমতায় টিকে থাকতে মরিয়া হয়ে হাসিনা সরকার দেশের কৌশলগত সম্পদ ও সার্বভৌমত্ব মার্কিন-ভারতের হাতে তুলে দিচ্ছে

# হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নেতৃত্বে খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নব্য-উপনিবেশবাদী এই মার্কিন প্রকল্প প্রতিহত করুন

আওয়ামী-বিএনপিগোষ্ঠীর মাধ্যমে জনগণকে "অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন"-এর মতো নিরর্থক রাজনৈতিক বিতর্কে নিমজ্জিত রেখে নব্য-উপনিবেশবাদী আমেরিকা ও তার আঞ্চলিক চৌকিদার ভারত দেশের কৌশলগত সম্পদ (সমুদ্রবন্দর, তেল-গ্যাস, ইত্যাদি), সার্বভৌমত্ব ও সামরিক বাহিনীর উপর আধিপত্য নিশ্চিত করছে। এই দালাল শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে বিশ্বমোড়ল আমেরিকা এই অঞ্চলে তার নব্য-উপনিবেশবাদী প্রকল্প ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (IPS) এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফরের ঠিক আগে ২৪শে এপ্রিল ২০২৩, তার সরকার IPS-এর সহায়ক ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক (IPO) ঘোষণার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। হাসিনা সরকার কর্তৃক ঘোষিত IPO-এর সাথে IPS-এর অসাধারণ মিল আছে বলে মার্কিন কূটনীতিকরা মন্তব্য করে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট QUAD-এর অন্যান্য সদস্য – অস্ট্রেলিয়া, ভারত ও জাপান IPO-কে স্বাগত জানায়, বিশেষ করে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শঙ্কর বাংলাদেশের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে 'আমরা সন্তুষ্ট' বলে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে হাসিনা সরকার ইতিমধ্যেই IPS-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান মিত্র জাপানের হাতে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত মাতারবাড়ি গভীর-সমুদ্রবন্দর তুলে দিয়েছে। এই গভীর-সমুদ্রবন্দরে জাপানের অংশীদারিত্ব প্রকৃতপক্ষে মার্কিন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ তথা তাদের বন্দর ও সামরিক ঘাঁটি তৈরীর সাথে সম্পৃক্ত, যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে (ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর ঘিরে যেসব দেশ রয়েছে) মার্কিন নৌবাহিনীর আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম করবে; আর ভারত এটিকে তার অর্থনৈতিক ও কৌশলগত ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করবে। এছাড়া হাসিনা সরকার দেশের গভীর-সমুদ্রে অবস্থিত ১৫টি হাইড্রোকার্বন ব্লকের সবগুলোই মার্কিন এনার্জী জায়ান্ট কোম্পানী ExonMobil-এর হাতে তুলে দিতে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। আপনারা প্রত্যক্ষ করছেন, বৃটেনের দালাল হাসিনা একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জন করে জনগণকে ধোঁকা দিচ্ছে, অন্যদিকে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পর্দার অন্তরালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর কষাকষি করছে।

সম্প্রতি মার্কিন উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফরিন আক্তার-এর উপস্থিতিতে সরকার ১২ মে দুই দিনব্যাপী ৬ষ্ঠ ইন্ডিয়ান ওশান কনফারেন্স (IOC) ২০২৩ আয়োজন করে। IOC ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ভারতের সামুদ্রিক মতবাদ – সিকিউরিটি এন্ড গ্রোথ ফর অল ইন দ্যা রিজিউন (SAGAR)-এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে IOC-SAGAR মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প IPS-এরই প্রতিফলন! এখানে উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপান এবং গত একযুগেরও অধিক সময় ধরে ভারত মার্কিনীদের আঞ্চলিক চৌকিদার হিসেবে কাজ করছে। এই সম্মেলন চলাকালে বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ মার্কিন সেনাবাহিনীর আমন্ত্রণে মার্কিন সেনা সমর্থিত ফোরাম ল্যান্ড ফোর্সেস প্যাসিফিক (LANPAC) নামে পরিচিত একটি সামরিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন। কারণ আমেরিকার সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তিসমূহ একুইজিশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট (ACSA) এবং অস্ত্রবিষয়ক গোপন তথ্য বিনিময় ও সুরক্ষার চুক্তি জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট (GSOMIA) হাসিনা সরকারের চূড়ান্ত বিবেচনায় রয়েছে। এতকিছুর পরেও যুক্তরাষ্ট্র সন্তুষ্ট নয়, দেশের রাজনীতির উপর তার নিয়ন্ত্রণকে আরও সম্প্রসারিত করতে সে সাম্প্রতিক ভিসা নীতি আরোপ করেছে।

**হে দেশবাসী!**

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম IOC সম্মেলনে বলেছে, বাংলাদেশের কোনো সামরিক উচ্চাভিলাষ নেই কিংবা আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও নেই। বরং বৃহৎ শক্তিদের স্বার্থকে মাথায় রেখেই বাংলাদেশের ইন্দো-প্যাসিফিক আউটলুক প্রণয়ন করা হয়েছে বলে সে অভিমত প্রকাশ করেছে। তার এই বক্তব্য যুক্তরাষ্ট্রের নব্য-উপনিবেশবাদী প্রকল্প IPS-কে এগিয়ে নিতে হাসিনা সরকারের অবস্থানকে আরও স্পষ্ট করেছে। কী লজ্জা! পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও সামরিক বাহিনীর মূল চেতনার বিরুদ্ধে যায়। মুসলিম ভূখন্ডের উপর কাফির উপনিবেশবাদী আমেরিকা ও মুশরিক রাষ্ট্র ভারতের আধিপত্যের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন, ***"যদি তারা তোমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে তবে তারা শত্রুর মতো আচরণ করবে, আর তোমাদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের হস্ত ও রসনাসমূহ প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরাও কাফের হয়ে যাও"*** [সূরা আল-মুমতাহিনা : ০২]।

**হে দেশবাসী!**

আওয়ামী-বিএনপি নেতৃত্ব হচ্ছে নব্য মীর জাফর-মীর সাদিক, যাদের সহযোগিতায় এদেশ ক্রমশ বিশ্বমোড়ল আমেরিকার নব্য-উপনিবেশের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। মীর জাফর নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাথে গাদ্দারী করে বাংলার, এবং মীর সাদিক টিপু সুলতানের সাথে গাদ্দারী করে মহীসূর-এর পতন ঘটিয়ে ভারত উপমহাদেশে বৃটিশদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দিয়েছিল। ঠিক একইভাবে এই যুগের মীর জাফর-মীর সাদিক আওয়ামী-বিএনপি শাসকগোষ্ঠী দেশের জনগণের সাথে গাদ্দারী করে এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য-উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করছে। হুগলী নদীর তীরে 'ফোর্ট উইলিয়াম' থেকে যেভাবে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে তাদের উপনিবেশ শুরু করে, একইভাবে বাংলাদেশের মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর থেকে মার্কিনীরা তাদের নব্য-উপনিবেশ স্থাপনে এগিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এসব শাসকদের ব্যাপারে মুসলিমদেরকে সতর্ক করেছেন: **"আমার পরে তোমাদের উপর এমন শাসক চেপে বসবে, যারা এমন আদেশ করবে যা তোমরা গ্রহণ করতে পারো না এবং এমন কাজ করবে যা তোমরা প্রত্যাখ্যান কর, তারা তোমাদের প্রকৃত ইমাম (অভিভাবক) নয়"** (ইমাম সুয়ূতির জামে' আস-সগীর)।

**হে মুসলিমগণ!**

ভারতীয় উপমহাদেশ হচ্ছে মুসলিম ভূখন্ড। উমাইয়াহ খলিফা আল-ওয়ালিদ বিন আবদ আল-মালিক ৭১১ খ্রিস্টাব্দে সাহসী সামরিক জেনারেল মুহাম্মাদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে ইরাক থেকে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রেরণ করে এই অঞ্চলকে মুক্ত করেছিলেন। আপনারা জানেন, তখন পৃথিবীতে এই অঞ্চল ছিল অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম সমৃদ্ধশালী। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অঞ্চলের মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী

ধরে ইসলামের শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধভাবে নিরাপদে ও মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করেছিল। ঐতিহাসিকভাবে এই যুগ ভারত উপমহাদেশের "স্বর্ণযুগ" নামে পরিচিত। কিন্তু পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের 'Divide and Rule' পরিকল্পনায় বর্তমানে আমাদের জনগণকে কৃত্রিম সীমানা দ্বারা বিভক্ত করে রাখা হয়েছে। আপনারা অবগত আছেন, **হিযবুত তাহ্‌রীর** নবুয়্যতের আদলে প্রতিশ্রুত খিলাফতে রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনতে ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়েও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আসন্ন খিলাফত এই অঞ্চলের কৃত্রিম সীমানাগুলোকে উপড়ে ফেলবে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই অঞ্চলের সকল মানুষকে আবারও ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই বিষয়ে আমাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন: **"অবশ্যই তোমাদের একটি দল হিন্দুস্তানের সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ্ সেই দলের যোদ্ধাদের সফলতা দান করবেন, আর তারা হিন্দুস্তানের শাসকদের শিকল পরিয়ে টেনে আনবে। এবং আল্লাহ্ সেই যোদ্ধাদের ক্ষমা করে দিবেন (এই বরকতময় যুদ্ধের কারণে)"** (কিতাব আল-ফিতান)।

**হে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠাবান অফিসারগণ!**

IPS হচ্ছে এই অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব্য-উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার একটি প্রকল্প যার উদ্দেশ্য খিলাফতের আবির্ভাবকে প্রতিহত করা এবং চীনকে তার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আধিপত্য সুসংহত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট (NATO)-এর আদলে এ অঞ্চলে তার নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট (QUAD)-এ বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, যাতে আপনারা এর মাধ্যমে তার উপনিবেশ রক্ষার জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ও পরবর্তীতে রাশিয়াকে দমন, এবং আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়ার মুসলিম জনগোষ্ঠী ও ইসলামকে দমন করতে যুক্তরাষ্ট্র NATO-কে যেভাবে ব্যবহার করেছে, একইভাবে QUAD-এর মাধ্যমে চীনের উত্থান ও খিলাফতের আবির্ভাব ঠেকাতে সে তৎপর। সামরিক মহড়া, সামরিক জোট ও চুক্তিসমূহের মাধ্যমে কাফির উপনিবেশবাদী দেশসমূহ আমাদের সামরিক বাহিনীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আপনাদেরকে যাতে কাফির উপনিবেশবাদীদের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হতে না হয়, তার জন্য আপনাদের উচিত খিলাফত ব্যবস্থাকে দ্রুত ফিরিয়ে এনে উপনিবেশবাদীদের শিকল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করা এবং মার্কিনীদের আধিপত্যকে মোকাবেলা করা।

খিলাফত রাষ্ট্রের সামরিক নীতি তার পররাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। খিলাফত রাষ্ট্র তার সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমনভাবে শক্তিশালী করে যাতে কাফির-উপনিবেশবাদীদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন: ***"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যা দ্বারা তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্'র শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকে"*** [সূরা আল-আনফাল : ৬০]।

**হে মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরিগণ!** আপনাদের রক্ত মোহাম্মাদ বিন কাশিমের রক্তের মতই পবিত্র, আপনাদের রক্ত শহীদ হামজা (রা.)-এর রক্ত, যার একমাত্র বিনিময় হচ্ছে চিরস্থায়ী জান্নাত। ***"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত"*** [সূরা তওবা : ১১১]। কিছু পার্থিব সুবিধা ও ডলারের বিনিময়ে বর্তমান দালাল শাসকদের অধীনে কাফির-মুশরিক রাষ্ট্রের আধিপত্য রক্ষায় আপনাদের রক্তক্ষরণ ও মৃত্যুবরণ আপনাদের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক ও চরম ক্ষতি। আপনারা অবগত আছেন, প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আতা বিন খলিল আবু আল রাশতা-এর নেতৃত্বে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিষ্ঠাবান সদস্যগণ মুসলিম উম্মাহ্-কে পশ্চিমা উপনিবেশবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামে তার মুল্যবান জান-মালের ত্যাগ স্বীকার করছে। আপনাদের নিকট **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর উদাত্ত আহ্বান, পশ্চিমাদের দালাল হাসিনা সরকারকে অপসারণ করে ন্যায়নিষ্ঠ খিলাফতে রাশিদাহ্ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করুন।

***"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্-কে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহ সুদৃঢ় করবেন"*** [সূরা মুহাম্মদ : ০৭]।

*শুক্রবার, ১৩ জিলকদ, ১৪৪৪ হিজরী*
*২ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ*

www.ht-bangladesh.info | contact@ht-bangladesh.info

**হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য:** htmedia.bd@outlook.com

**হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ**